[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঢাক, ঢোল আর কাঁসার ঘন্টার শব্দে চারপাশ উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাদ্যের তালে শিশু ও মধ্য বয়সের সবাই নেচে নেচে লাঠি খেলে অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে লাঠিয়ালরা। তারপরই চলে লাঠির কসরত। প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা ও তাকে আঘাত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন লাঠিয়ালরা।

এসব দৃশ্য দেখে আগত দর্শকরাও করতালির মাধ্যমে উৎসাহ যোগায় খেলোয়াড়দের। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শিশু বৃদ্ধা ও যুবকরা এই খেলা আজও আঁকড়িয়ে ধরে রেখেছেন।

খেলার ওস্তাদ বলেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিয়মিত এই ধরনের আয়োজন করার দাবি করেন। বারাদী বাজারের বিশিষ্ট ফার্মেসি ব্যবসায়ী মাহফুজুর রহমান বলেন, হারানো ঐতিহ্য ধরে রাখতেই এই আয়োজন।

মিলেমিশে একাকার এপার-ওপার

অবশেষে পদ্মা সেতুর সর্বশেষ অর্থাৎ ৪১তম স্প্যান বসানো হয়েছে। এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হলো ছয় হাজার ১৫০ মিটারের পুরো সেতু। সংযোগ হলো মাওয়া ও জাজিরা প্রান্ত। ৪০তম স্প্যান বসানোর ছয়দিনের মাথায় এ স্প্যানটি বসানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক (মূল সেতু) দেওয়ান আবদুল কাদের। তিনি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ২ মিনিটের দিকে সেতুর শেষ স্প্যানটি বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল নদীতে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে অবস্থিত ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর বসানো হয়েছে ৪১তম স্প্যান ‘টু-এফ’।

২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পদ্মা সেতুতে বসে প্রথম স্প্যানটি। এরপর ২০১৮ সালে বসানো হয় চারটি স্প্যান, ২০১৯ সালে ১৪টি, ২০২০ সালে বসানো হয় ২২টি স্প্যান। প্রথম স্প্যান থেকে ধারাবাহিকভাবে বসিয়ে শেষ পর্যন্ত আসতে সময় লেগেছে ৩৮ মাস ১০ দিন।

কাজের গতি এগিয়ে রাখতে একদিন আগে থেকেই ৪১তম স্প্যানটিকে নির্ধারিত পিলারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া কন্সট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে স্প্যানটিকে বহন করে নিয়ে যায় তিন হাজার ৬০০ টন ধারণ ক্ষমতার ‘তিয়ান-ই’ ভাসমান ক্রেন। ১৫০ মিটারের ধূসর স্প্যানটি নির্ধারিত পিলারের কাছে পৌঁছালে সেখানে ভাসমান ক্রেনের নোঙর করার কাজটিও সেরে ফেলেন প্রকৌশলী, শ্রমিকরা। সারারাত সেখানেই রাখা হয় স্প্যানবহনকারী ক্রেনটিকে।

পদ্মা সেতুর প্রকৌশলী সূত্র জানিয়েছে, পদ্মা নদীতে ঘন কুয়াশার উপস্থিতির মধ্যেও শুরু হয় স্প্যান বসানোর কার্যক্রম। সকালে স্প্যানটিকে দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানে নোঙর করার কাজটি করা হয়। এরপর পিলারের উচ্চতায় তোলা হয় স্প্যানটিকে। তারপর রাখা হয় দুই পিলারের বেয়ারিংয়ের ওপর।

সূত্র আরও জানায়, শেষ স্প্যান বসানোর হচ্ছে বলে দুই পাশে ছিল বাংলাদেশ ও চীনের জাতীয় পতাকা। পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি ও চীনা ভাষায় লিখা ‘বহু বছরের প্রচেষ্টায় দেশি-বিদেশি শ্রম শক্তির মাধ্যমে স্বপ্নের পদ্মাসেতু বাস্তবায়নের পথে। সেতুর ৪১টি ইস্পাতের তৈরি স্প্যান সোনার বাংলার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলকে সংযুক্তির মাধ্যমে চীন ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বের বন্ধনকে অটুট রাখবে।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। এরপর প্রথম স্প্যান বসানো হয়েছিল ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এরপর নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ধাপে ধাপে স্প্যান বসতে থাকে। সেতুর কাজে নিয়োজিত দেশি-বিদেশি প্রকৌশলী, শ্রমিকরাও শেষ স্প্যান বসিয়ে খুশি। চলতি বছর করোনা পরিস্থিতি ও বন্যার কারণে চার মাস স্প্যান বসানো হয়নি।

কিন্তু, গেল দুই মাসে আটটি স্প্যান বসানো হয় এবং এ মাসে বসে দুইটি স্প্যান। পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রয়োজন হবে দুই হাজার ৯১৭টি রোডওয়ে স্ল্যাব। এ ছাড়া, দুই হাজার ৯৫৯টি রেলওয়ে স্ল্যাব বসানো হবে। মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে বসানো স্প্যানগুলোতে এসব স্ল্যাব বসানো হচ্ছে।

ছয় দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ বহুমুখী সেতুর মূল আকৃতি হবে দোতলা। কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে নির্মিত হচ্ছে পদ্মা সেতুর কাঠামো। সেতুর উপরের অংশে যানবাহন ও নিচ দিয়ে চলবে ট্রেন। মূল

সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে দেশটির আরেকটি প্রতিষ্ঠান সিনো হাইড্রো করপোরেশন।

হাসাদাহে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন ও সাহিত্য পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা কমিটির মানবাধিকার আইন সহায়তার কেন্দ্রের সভাপতি ডি এম মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার ইছাহাক আলী, বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন কবি খলিলুর রহমান।

জীবননগর সাহিত্য পরিষদের সদস্য কবি আব্দুল মোতালেব, কবি মুসলিমা প্রধান সুমি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য ও হাসাদাহ প্রেসক্লাবের প্রধান উপদেষ্ঠা শফিকুল আলম নান্নু, মিজানুর রহমান, আব্দুল খালেক মাস্টার, ফরমান আলী মাস্টার, মহাম্মদ আলী মাস্টার, আব্দুর সবুর মাস্টার, ব্যবসায়ী শ্রী নিতাই সেন, খলিলুর রহমান মাস্টার প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাসাদাহ মানবাধিকারে কমিটির সদস্য ও হাসাদাহ ইউনিয়নের সাহিত্য পরিষদের সুধীবৃন্দ।

কালীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী নিয়ে আওয়ামীলীগে দ্বন্দ্ব

আগামী পৌরসভা নির্বাচনের ২টি ধাপের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা তালিকায় নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন।

প্রার্থিতা নিয়ে প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু’গ্রুপের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব। গ্রুপ দু’টির পক্ষ থেকে জেলা কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে দু’জনের নাম। দীর্ঘদিন দলটির গ্রুপিং ঝিমিয়ে থাকলেও আগামী পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তা এখন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নানের পক্ষ থেকে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে তার আপন ভাইয়ের ছেলে সাহেদ কবির লিমনকে।

অন্যদিকে, বর্তমান এমপি সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আজীম আনারের পক্ষ থেকে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে বর্তমান মেয়র তার ভাগ্নে আশরাফুল আলম আশরাফকে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। আওয়ামী লীগের দু’টি গ্রুপই দু’জনকে দলীয় একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

কিন্তু কেন্দ্র যাকে নৌকা প্রতীক দিবেন তার পক্ষেই কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় অধিকাংশ নেতাকর্মীরা। গত ৩রা ডিসেম্বর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত দলীয় প্যাডে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কালীগঞ্জ পৌর নির্বাচনে একক মেয়র প্রার্থী হিসেবে সাহেদ কবির লিমনের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, একই দিন সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের জরুরি সভা আহ্বান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের

সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার। সভায় আগামী পৌরসভা নির্বাচনে দলীয় একক প্রার্থী হিসেবে পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম আশরাফের নাম ঘোষণা করা হয়।

জানা গেছে, সাধারণ সম্পাদক পক্ষের মেয়র প্রার্থী কালীগঞ্জ পৌরসভার বর্তমান মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম আশরাফ। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের ভাগ্নে।

এদিকে, সভাপতি পক্ষের মেয়র প্রার্থী হিসেবে আছেন কালীগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সাহেদ কবির লিমন। তিনি সাবেক এমপি ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মান্নানের ভাইয়ের ছেলে।

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২০ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ৩ জনের। আর নেগেটিভ আসে ১৭ জনের। এর মধ্যে একজন ফলোআপ।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫০৬৮ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৩৭ জন, সুস্থ ৬৩৬ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬০ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ২৩ টি (সদরে- ১৬ গাংনীতে-০৩, মুজিবনগরে-০৪)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- মেহেরপুর সদরের স্টেডিয়াম পাড়ার সাথী(৩০) ও গোপালপুরের রাজন ইসলাম(২০)।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

“[redacted]” [redacted]

উপজেলা শাখার সভাপতি এ্যাড. শেখ ওয়াশিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুর রহমান সন্টুসহ মানবাধিকার কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। পরে শহরের বিভিন্ন স্থানে করোনা প্রতিরোধে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে নারীখেলোয়াডদের মাসব্যাপী হকি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে তৃণমুল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করতে শুরু হয়েছে নারীখেলোয়াড় মাসব্যাপী হকি প্রশিক্ষণ।

বৃহস্পতিবার সকালে শহরের ফজর আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান, ফজর আলী গালর্স স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জয়া রানী চন্দ, ক্রীড়া সংগঠক জয়নাল আবেদীনসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা। প্রতিদিন বিকাল ৩ টায় তাদের প্রশিক্ষণ প্রদাণ করবেন প্রশিক্ষক জামাল হোসেন ও সুরাইয়া পারভীন।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর আওতায় জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী এই হকি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

গাংনীর মহব্বতপুর প্রাথমিক

বিদ্যালয় সীমানা নির্ধারণ জটিলতায় আটকে গেল ভবন নির্মাণ কাজ

“পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, আমিতো সেই আমিতো সেই ঘরের মালিক নই” প্রখ্যাত গায়ক আব্দুল আলীমের গাওয়া এ গানের প্রতিফলন ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনীর মহব্বতপুরে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমান নির্ধারণ না করেই (ব্যাক্তি মালিকানা) নিজের জমি ভেবে ৮১ লাখ টাকা ব্যায়ে সরকারী ভবন নিমাণ করা হচ্ছে ব্যাক্তি মালিকানাধিন জমিতে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এটিকে নিছক ভুল বলে দাবী করলেও প্রকৃত জমির মালিকরা নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছেন ও আইনী ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন জমির মালিক।

জানা গেছে, চাহিদা ভিক্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(প্রথম পর্যায়) শিক্ষাপ্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ও এলজিইডির বাস্তবায়নে ৮১ লাখ ৮৮ হাজার ৮২৭ টাকা ব্যায়ে মহব্বতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষ নির্মান কাজ শুরু হয় ৬ মাস আগে। কাজটি পান ঝিনাইদহ কাঞ্চননগরের নিশিতবসু কনস্ট্রাকশন। কাজটির প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে দেখা দিয়েছে বিপত্তি। প্রকৃত জমির মালিকগণ এসে কাজটি বন্ধ করে দিয়েছেন। তখন টনক নড়েছে প্রধান শিক্ষক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের।

জমির মালিক প্রাক্তণ শিক্ষক আব্দুল খালেক জানান, যে জমিতে ভবন নির্ম্◌াণ করা হচ্ছে সেটি চার শরিকের। যার মৌজা মহব্বতপুর ১৪৩ নং খতিয়ানের ১৮২ দাগ। জমির পরিমান ১৬ শতাংশ। এ জমির পেছনের দিকের ৫৭ নং খতিয়ানের ১৮৩ নং দাগে বিদ্যালয়ের জমি রয়েছে ১৫ শতাংশ। প্রধান শিক্ষককে জমি বিনিময়ের ব্যাপারে অনেকবার বলা হলেও কোন কর্ণপাত করেন নি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিও বারবার বিষয়টি উপক্ষো করেছেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জমির শরিকগণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে কাজ করতে নিষেধ করেছেন। ফলে বন্ধ হয়েছে নির্মাণ কাজ। বিষয়টি আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান জানান, এটি নিছক ভুল হয়েছে। জমিটি বিনিময় করলে সব সমস্যার সমাধান হবে। এটি সময়ের ব্যাপার। তবে জমির শরিকরা বিনিময় করতে নারাজ।

বিদ্যালয়ের সভাপতি শহীদ সরওয়ার জানান, বিদ্যালয়ের কাজ শুরুর পরে তিনি সভাপতি হয়েছেন তাই জমিজমারবিষয়টি তার অজানা।
গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন জানান, জমির ব্যাপারে তার কিছুই জানা নেই। তবে জমির কাগজপত্র না দেখে ভবন নির্মাণ কাজ কখনও সঠিক হয়নি। বিষয়টি কিভাবে সমাধান করা যায় তার পথ খোজা হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান জানান, বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে দাঢিত্ব দেঃয়া হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মনসুর আলম খান জানান, এটি নিছক ভুলের বিষয় নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।